দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 DEC 1985
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

028

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

৫ বছরে ছাত্র বেড়েছে মাত্র সাত লাখ

॥ কাশেম হুমায়ূন ॥

সরকারের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা ব্যর্থ হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই কম।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি ১৯৮৫ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর মোট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ কোটি ৩০ লাখ। ১৯৮০ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৮২ লাখ ১৯ হাজার। চলতি ১৯৮৫ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ৮৯ লাখ ২০ হাজারে। এই হিসেব অনুযায়ী, পাঁচ বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭ লাখ ১ হাজার।

উন্নয়ন প্রকল্প

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করে তোলার লক্ষ্যে "সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন (আই,ডি,এ)" এবং "সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন (জাতীয়)" নামক দু'টি প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়।

এই দু'টি প্রকল্পের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য ছিল : প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বর্ধিত সুযোগ প্রদান এবং ছাত্রছাত্রী ভর্তি বৃদ্ধি; 'ড্রপ আউট', পুনরায় ভর্তি এবং

(২-এর পাতায় দেখুন)

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

(১ম পাতার পর)

একই শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীদের আটকা পড়ে থাকা প্রভৃতি অনিয়ম দূর করা ; শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও জোর তদারকির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত করা এবং শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা বাড়ানো।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৩শ' ২১ কোটি ৬৮ লাখ টাকা বরাদ্দ অয়েল স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এর মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে ৬ হাজার ২শ' ৪২টি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট ৩৪ হাজার ৫শ' শৌচাগার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও স্থাপিত হয়েছে ৫ হাজার ১শ' ৮১টি। মোট ২ কোটি ৭০ লাখ সেট পুস্তক বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বিতরণ করা হয়েছে ২ কোটি ৩১ লাখ ৩৫ হাজার। এ সময়ে ১ লাখ ৬১ হাজার ৬শ' ৭৩ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এর মধ্যে ৩২হাজার ৬৪ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ঐ সময়ে লক্ষ্যমাত্রা ২ হাজার জনের স্থলে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ করা হয় ১ হাজার ৮শ' ৫০ জন। তাছাড়া ৩টি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কথা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে স্থাপিত হয়েছে ২টি।

বাস্তবায়ন সমস্যা

মনিটরিং বিভাগের পর্যালোচনায় প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, বাস্তবায়নের প্রথম দু' বছরে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা, শিক্ষক স্বল্পতা ও ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সমণ্বয়ের অভাব ইত্যাদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এ ছাড়াও সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে পিতা-মাতার উৎসাহের অভাব, স্কুল সরকারীকরণে ব্যর্থতা, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনে অনীহা, সরকারী পর্যায়ে তদারকির অভাব ইত্যাদিকেও এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা হয়েছে।

পর্যালোচনায় বলা হয়, গত ৫বছরে কখনো এপ্রিল মাসের আগে স্কুলে পুস্তক সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় সকল নির্মাণকাজ এবং আসবাবপত্র সরবরাহের দায়িত্ব রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত থাকায়ও প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটেছে।